উজ্জীবক বার্তা

বর্ষ- ১৫ ❖ সংখ্যা- ৭০ ❖ এপ্রিল-জুন ২০১৮

THE HUNGER PROJECT

‘দি হাঙ্গার প্রজেক্ট’-এ ড. বদিউল আলম মজুমদার-এর ২৫ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন

‘দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বদলে দিয়েছে আমার জীবন, বদলে দিয়েছে অসংখ্য মানুষের জীবন’

বাংলাদেশে থেকে আমৃত্যু ক্ষুধামুক্ত, সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ গড়ার জন্য কাজ করে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর গ্লোবাল ভাইস প্রেসিডেন্ট ও কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. বদিউল আলম মজুমদার। আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাব্রতী সংস্থা ‘দি হাঙ্গার প্রজেক্ট’-এ ড. বদিউল আলম মজুমদার-এর রজতজয়ন্তী (২৫ বছর) উপলক্ষে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে তিনি উক্ত অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানটি ০৫ মে ২০১৮, এলজিইডি অডিটোরিয়াম, আগারগাঁও, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও ‘সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক’-এর সভাপতি এম হাফিজউদ্দিন খান এবং ‘দি হাঙ্গার প্রজেক্ট’-এর গ্লোবাল প্রেসিডেন্ট ও সিইও সুজান মেয়ো ফ্রিংল্ড, ‘সুজন’-এর নির্বাহী সদস্য ও লেখক সৈয়দ আবুল মকসুদ, সরকারের সাবেক সচিব এ. কে. এম আবদুল আউয়াল মজুমদার এবং অ্যাসিড সারভাইভরস ফাউন্ডেশন-এর নির্বাহী পরিচালক সেলিনা আহমেদ প্রমুখ। ‘দি হাঙ্গার প্রজেক্ট’-এর দশটি অঞ্চল থেকে প্রায় ৪০০ জন স্বেচ্ছাব্রতী (উজ্জীবক, নারীনেত্রী, গণগবেষক, ইয়ুথ লিডার) উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুরু হয়। এরপর ড. বদিউল আলম স্যারকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন ‘দি হাঙ্গার প্রজেক্ট’, ‘সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক’, ‘জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম’, ‘ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার’, ‘স্ব-শাসিত ইউনিয়ন পরিষদ অ্যাডভোকেসি গ্রুপ’, ‘বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক’-এর নেতৃবৃন্দ। ফুল দিয়ে বরণের পর কেক কেটে ‘দি হাঙ্গার প্রজেক্ট’-এর ড. বদিউল আলম মজুমদার-এর ২৫ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন করা হয়।

নিজের অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে ড. বদিউল আলম মজুমদার বলেন, ‘দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সাথে যুক্ত হয়ে বিগত ২৫ বছর অসংখ্য মানুষের সংস্পর্শে আসার আমার সুযোগ হয়েছে। আপনারা স্বেচ্ছাব্রতীরা আমার জীবনকে বদলে দিয়েছেন, আমার জীবনকে ধন্য করেছেন। আমি আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। আপনারা দেশের উন্নয়নে প্রতিজ্ঞতাবদ্ধ, এটা আমাকে সবসময় অনুপ্রাণিত করে।’

তিনি বলেন, ‘অনেকেই আমার কাছে জানতে চান, বিগত ২৫ বছরে আমাদের অর্জন কী? আমি মনে করি, বিগত ২৫ বছর অনেক প্রাপ্তির বছর, অনেক গর্বের বছর। এ গর্বের কারণ হলো: ১. ‘দি হাঙ্গার প্রজেক্ট’ আজকে দেশের সবচেয়ে বড় স্বেচ্ছাব্রতী সংগঠন; ২. আমাদের প্রচেষ্টায় অনেকগুলো নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে। যেমন, ‘সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক’ আজকে দেশের সবচেয়ে বড় নাগরিক সংগঠন, তৃণমূল পর্যায়ে নারীদের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে সমাজে বিরাজমান লিঙ্গ বৈষম্য দূর করার প্রত্যয়ে সংঘবদ্ধ রয়েছে ‘বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক’, ‘জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম’ কন্যাশিশু তথা নারীর অবস্থা ও অবস্থানের ইতিবাচক পরিবর্তনে অ্যাডভোকেসি করার জন্য একটি শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম এবং ‘ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার’ প্রাণউচ্চাসে ভরা তরুণদের একটি সংগঠনে পরিণত হয়েছে; ৩. প্রশিক্ষণ দান ও আত্মশক্তি বৃদ্ধির মাধ্যমে আমরা আড়াই লাখ স্বেচ্ছাব্রতী তৈরি করতে সক্ষম হয়েছি, যাঁরা নিজেদের জীবনমানের পরিবর্তনের পাশাপাশি সমাজ পরিবর্তনে ভূমিকা রাখছেন। আমরা মানুষের মধ্যে এই বোধ জাগানোর চেষ্টা করেছি যে, ‘আত্মশক্তিতে বলীয়ান ব্যক্তি কখনো দরিদ্র থাকতে পারে না’। আজকে আমরা বাঙালিরা বাঙালিরা প্রমাণ করতে পরেছি যে, আমরাও আত্মনির্ভরশীল হতে পারি।’

সম্পাদক
ড. বদিউল আলম মজুমদার

নির্বাহী সম্পাদক
নেসার আমিন

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর আঞ্চলিক কর্মকর্তাগণ

প্রকাশকাল
১০ আগস্ট ২০১৮

ডিজাইন ও মুদ্রণ
ইনোসেন্ট ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল
১৪৭/১, আরামবাগ, ঢাকা-১০০০।

প্রকাশক
দি হাঙ্গার প্রজেক্ট
হেরাল্ডিক হাইট্‌স, ২/২, ব্লক-এ
মোহাম্মদপুর, মিরপুর রোড
ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৯১৩ ০৪৭৯, ৯১২ ২০৮৬
ফ্যাক্স: ৯১৪ ৬১৯৫
ওয়েব: www.thpbd.org
ফেসবুক: facebook.com/THPBangladesh

ড. বদিউল আলম মজুমদার বলেন, 'বিদেশ থেকে ফিরে ১৯৯৩ সালে আমি যখন কাজ শুরু করি, তখন অনেকেই আমাকে দেশ ছেড়ে চলে যেতে বলেছেন। কিন্তু আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি– আমি বাংলাদেশেই থাকবো। কারণ জীবন আমার, সিদ্ধান্তও আমার। মুক্তিযোদ্ধারা যে স্বপ্ন নিয়ে দেশ স্বাধীন করেছেন, সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে আমারও কিছু করার আছে। আমরা মনে করি, বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে হলে দারিদ্র্য দূর করার পাশাপাশি সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এ লক্ষ্যে আমরা মানুষের দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে কর্মসূচি পরিচালনার পাশাপাশি অ্যাডভোকেসি করার জন্য 'সুজন' গড়ে তুলি।'

চিত্র: রজতজয়ন্তীর কেক কাটছেন ড. বদিউল আলম মজুমদার।

এম হাফিজউদ্দিন খান বলেন, 'ড. বদিউল আলম মজুমদার দেশের কল্যাণে বিগত ২৫ বছর ধরে লক্ষ লক্ষ মাইল ঘুরে বেড়িয়েছেন। তিনি মানুষের কল্যাণে একজন নিবেদিত প্রাণ মানুষ। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে সারাদেশে অসংখ্য স্বেচ্ছাব্রতী হয়েছে। সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 'সুজন'-এর নেতৃত্বে আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে। স্থানীয় সরকারের উন্নয়ন, পরিচ্ছন্ন নির্বাচনী প্রক্রিয়া গড়ে তোলা এবং তথ্য অধিকার গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ড. বদিউল আলম মজুমদারের অবদান অপরিসীম।'

সুজান মেয়ো ফ্রিংড বলেন, 'ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ গড়ার অন্যতম প্রাণপুরুষ হলেন ড. বদিউল আলম মজুমদার, এটা আজ প্রমাণিত। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশে অসংখ্য স্বেচ্ছাব্রতী তৈরি হয়েছে, যাঁরা নিজেদের এবং সমাজের উন্নয়নে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। বাংলাদেশের উন্নয়নে বিশেষ করে তৃণমূলের নারী ও কন্যাশিশুদের উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য এবং বাংলাদেশে বিভিন্ন আইন ও নীতির সংস্কার ও উন্নয়নে ভূমিকা রাখার জন্য আপনাকে অভিবাদন জানাই'। তিনি বলেন, 'আমি মনে করি, বাংলাদেশ বিগত বছরগুলো অসামান্য উন্নয়ন সাধন করেছে। বাংলাদেশের এই উন্নয়নের গল্প পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে দিতে হবে।'

সৈয়দ আবুল মকসুদ বলেন, 'ড. বদিউল আলম মজুমদারের বন্ধু হতে পেরে আমি গর্বিত। আমি আমার পুরো জীবনে যে কয়জন মানুষকে কঠোর পরিশ্রম করতে দেখেছি, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন ড. বদিউল আলম মজুমদার। তিনি অপ্রতিরোধ্য। তিনি বিগত ২৫ বছর ধরে মানুষের উন্নয়নে পুরো বাংলাদেশ চষে বেড়িয়েছেন। একটি ক্ষুধামুক্ত, আত্মনির্ভরশীল ও দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার জন্য ড. বদিউল আলম মজুমদার যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন এবং করে যাচ্ছেন এজন্য তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিবাদন জানাই।'

সেলিনা আহমেদ বলেন, 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট একটি আন্দোলন। এই আন্দোলনের পুরোধা হলেন ড. বদিউল আলম মজুমদার। আমি আশা করি, ক্ষুধামুক্তির এ আন্দোলন আরও বেগবান হবে এবং টেকসই রূপ পাবে, যার মাধ্যমে আমাদের নারী ও কন্যাশিশুরা তাদের অধিকার পাবে, আমাদের সমাজ উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাবে।'

অনুষ্ঠানে স্থানীয় সরকারের কয়েকজন জনপ্রতিনিধি এবং দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর কয়েকজন স্বেচ্ছাব্রতী নিজেদের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

'সামাজিক সম্প্রীতি ও বহুত্ববাদ' বিষয়ক গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত

'জঙ্গিবাদ রোধ ও সামাজিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় তরুণদের সম্পৃক্ত করা জরুরি'

বহুত্ববাদ ও সামাজিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় তরুণের ভূমিকা ও অর্জন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাব্রতী সংস্থা 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট'-এর উদ্যোগে 'Building Youth Leadership for Pluralism and Social Harmony' শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানটি ২৬ এপ্রিল ২০১৮, সিরডাপ মিলনায়তন, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক রাষ্ট্রদূত এম হুমায়ুন কবির এবং দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর গ্লোবাল ভাইস প্রেসিডেন্ট ও কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. বদিউল আলম মজুমদার। অনুষ্ঠানে কয়েকজন তরুণ (ইয়ুথ লিডার) ও মেন্টর (শিক্ষক ও অভিভাবক) নিজ নিজ এলাকায় বহুত্ববাদ ও সামাজিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় নিজেদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন।

এম হুমায়ুন কবির বলেন, 'আমাদের তরুণরাই যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছে। তারাই আগামী দিনের বাংলাদেশকে নির্মাণ করবে, তারাই হবে সাফল্যের বাহক। তাই জঙ্গিবাদ রোধ ও সামাজিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় তরুণদের সম্পৃক্ত করা জরুরি।'

তিনি বলেন, 'তরুণদের দক্ষতা ও সৃজনশীলতার বিকাশের জন্য অভিভাবক ও শিক্ষক-সহ সবাইকে যত্নবান হওয়া দরকার। তাদের সুখ-দুঃখের খোঁজ নেওয়া দরকার। এখন তরুণদের সামনে প্রযুক্তি আছে। এই প্রযুক্তি যাতে তাদের কল্যাণে ব্যবহার হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।'

তিনি আরও বলেন, 'তরুণদের নিয়ে বড় পরিসরে কাজ হওয়া দরকার। যেহেতু সরকারকে নানা জরুরি কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়, তাই তরুণদের সৃজনশীলতা বিকাশের জন্য ও তরুণদের সম্পৃক্ত করে সামাজিক নানা সমস্যা নিরসনে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে।'

ড. বদিউল আলম মজুমদার বলেন, 'বাংলাদেশ-সহ বিশ্বব্যাপী ধর্মীয় উগ্রবাদ একটি বড় সমস্যা। বর্তমানে আমরা জঙ্গিবাদকে একটি নিরাপত্তা সমস্যা হিসেবে দেখছি এবং বলপ্রয়োগের মাধ্যমে তা সমাধান করার চেষ্টা করছি। এতে পুরোপুরি সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। আমরা মনে করি, জঙ্গিবাদের মূল কারণ চিহ্নিত হওয়া জরুরি। ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে ইসলাম ধর্মের নামে যে সহিংসতা চালানো হচ্ছে তা রোধে একটি 'বিকল্প প্রস্তাবনা' বা অল্টারনেটিভ ন্যারেটিভ দাঁড় করানো দরকার।' সামাজিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা ও বহুত্ববাদী মূল্যবোধের বিস্তারে তরুণদের সম্পৃক্ত করা উচিত বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

প্রসঙ্গত, 'ন্যাশনাল এনডওমেন্ট ফর ডেমোক্রেসি'র (NED) সহযোগিতায় বিগত এক বছর ধরে 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট' তরুণদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি, তাদের নেতৃত্ব বিকাশ ও তাদের মধ্যে বহুত্ববাদী মূল্যবোধ তৈরির লক্ষ্যে 'Building Youth Leadership on Pluralism and Social Harmony' শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। প্রকল্পটি তিনটি জেলার ছয়টি ইউনিয়নে বাস্তবায়ন করা হয়। প্রকল্পের আওতায় ১৮০ জন তরুণকে চারদিনের প্রশিক্ষণ ও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক তরুণদের অনলাইনে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এই তরুণরা পরবর্তীতে সামাজিক সম্প্রীতি ও বহুত্ববাদ মূল্যবোধের বিস্তারে তাদের এলাকায় প্রায় ১৫ হাজার নারী-পুরুষকে সম্পৃক্ত করে ৩০টি সামাজিক উদ্যোগ বাস্তবায়ন করে। উক্ত প্রকল্পের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের লক্ষ্যে উপরোক্ত গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করা হয়।

নাগরিক শোকসভার মাধ্যমে প্রয়াত সানজিদা হক বিপাশাকে স্মরণ

নাগরিক শোকসভার মাধ্যমে স্মরণ করে নেয়া হলো নেপালে বিমান দুর্ঘটনায় নিহত 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট'-এর প্রোগ্রাম অফিসার ও 'সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক'-এর কেন্দ্রীয় সহযোগী সমন্বয়কারী সানজিদা হক বিপাশা, তার স্বামী রফিক জামান, একমাত্র সন্তান অনিরুদ্ধ জামান-সহ ঐ দুর্ঘটনায় নিহত ৫২ জনকে। অনুষ্ঠানটি ০২ এপ্রিল ২০১৮, কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি, শাহবাগ, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়।

শোকসভায় সভাপতিত্ব করেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা এম হাফিজউদ্দিন খান। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন 'সুজন'-এর কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী দিলীপ কুমার সরকার। অতিথি হিসেবে নিহতদের স্মৃতিচারণ করেন সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার ড. এটিএম শামসুল হুদা, ব্যারিস্টার আমির উল ইসলাম, লেখক ও কলামিস্ট সৈয়দ আবুল মকসুদ, মানবাধিকারকর্মী ড. হামিদা হোসেন, স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ ড. তোফায়েল আহমেদ, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর গ্লোবাল ভাইস প্রেসিডেন্ট ও কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. বদিউল আলম মজুমদার, ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী, রাজনীতিবিদ এনাম আহমেদ চৌধুরী এবং ড. আসিফ নজরুল প্রমুখ।

সভার শুরুতে নিহতদের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, মোমবাতি প্রজ্জ্বলন এবং দাঁড়িয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। এরপর প্রয়াত সানজিদা হক বিপাশার ওপর নির্মিত একটি ডকুমেন্টারি প্রদর্শিত হয়। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে নিহতদের নিয়ে স্মৃতিচারণ করেন নিহতদের স্বজন ও আমন্ত্রিত অতিথিগণ।

এম হাফিজউদ্দিন খান বলেন, 'সুজন'-এর সভাপতি হিসেবে সানজিদা হক বিপাশার সাথে আমি ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছি। সে অত্যন্ত নিবেদিতপ্রাণ কর্মী ছিলো। তার মৃত্যু কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছি না।' তিনি বলেন, 'আমাদের দেশে বিভিন্ন দুর্ঘটনায় মানুষ মারা যাওয়া যেন সহনীয় হয়ে গেছে। অথচ সরকারের পক্ষ থেকে ঘটনাগুলো কঠোরভাবে তদন্ত হওয়া দরকার এবং দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া দরকার।'

শোকবার্তা

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, ১২ মার্চ ২০১৮, নেপালে বিমান দুর্ঘটনায় 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট'-এর প্রোগ্রাম অফিসার ও 'সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক'-এর কেন্দ্রীয় সহযোগী সমন্বয়কারী সানজিদা হক বিপাশা তার স্বামী রফিক জামান এবং একমাত্র সন্তান অনিরুদ্ধ জামান-সহ মৃত্যুবরণ করেছেন। 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট' ও 'সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক' তাঁর এই অকাল মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত।

বাংলাদেশে গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট' ও 'সুজন' যে আন্দোলন পরিচালনা করছে জনাব সানজিদা হক বিপাশা বিগত ১৩ বছর ধরে তার একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর স্থানীয় সরকার ও সুশাসন ইউনিটের সাচিবিক কার্যক্রম পরিচালনার সার্বিক দায়িত্বও ছিল তার। মাত্র ৩৭ বছর বয়সে প্রাণোচ্ছল ও প্রতিশ্রুতিশীল এই মানুষটির অকালে চলে যাওয়া আমাদের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি।

একটি শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন থেকে জনাব সানজিদা হক বিপাশা তার মেধা ও নিরলস পরিশ্রম দিয়ে যে অবদান রেখে গেছেন সেজন্য আমরা তাকে গভীরভাবে স্মরণ করছি। একইসঙ্গে তার শোকসন্তপ্ত পরিবার এবং স্বজনদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি এবং তার ও তার স্বামী-সন্তানের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি।

ড. এটিএম শামসুল হুদা বলেন, 'সানজিদা হক বিপাশার অকাল মৃত্যুতে আমরা এক নিবেদিতপ্রাণ সমাজকর্মীকে হারালাম। বিপাশা এবং রফিক জামান 'কমিটমেন্ট' নিয়ে কাজ করতেন এবং সে কমিটমেন্ট ছিল সমাজের উন্নয়নে কাজ করার কমিটমেন্ট।'

ব্যারিস্টার আমির উল ইসলাম বলেন, 'সানজিদা হক বিপাশা সুশাসন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে এবং রফিক জামান প্রতিবন্ধীদের জন্য নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নে একটি আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আমি রফিক জামানের সাথে কাজ করেছি। তাঁদের মতো কর্মমুখী ও প্রতিভাবান মানুষের অকালে চলে যাওয়া আমাদের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি।'

ড. বদিউল আলম মজুমদার বলেন, 'সানজিদা হক বিপাশা ছিল আমার কন্যাতুল্য। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা যে গণতান্ত্রিক, শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ দেশ গড়ার স্বপ্ন দেখতেন, বিপাশাও সে একই ধরনের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য কাজ করতো। আমরা যদি বিপাশার অসমাপ্ত কাজগুলোকে গুরুত্বের সাথে করতে পারি এবং দেশে সুশাসন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারি, তাহলেই আমরা তার প্রতি সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা দেখাতে পারবো।'

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর অঞ্চলভিত্তিক প্রতিবেদন ও সফলতার গল্প

রাজশাহী অঞ্চল

পত্নীতলায় গণগবেষকদের মিলনমেলা-২০১৮
তৃণমূলে গণগবেষণা কার্যক্রম ছড়িয়ে দেয়ার প্রত্যয়

'যৌথ চিন্তা যৌথ শক্তি, সংগঠনে মুক্তি'– এই স্লোগানকে সামনে রেখে নওগাঁর পত্নীতলায় অনুষ্ঠিত হলো 'গণগবেষকদের মিলনমেলা-২০১৮'। ০৭ এপ্রিল ২০১৮, উপজেলা গণগবেষণা ফোরামের আয়োজনে উক্ত মিলনমেলা অনুষ্ঠিত হয়। মিলনমেলায় প্রধান অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের হুইপ আলহাজ্ব শহীদুজ্জামান সরকার এমপি এবং মূখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট'-এর গ্লোবাল ভাইস ও কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. বদিউল আলম মজুমদার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নজিপুর পৌরসভা মেয়র রেজাউল কবীর চৌধুরী, পত্নীতলা উপজেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুল খালেক চৌধুরী, উদ্যোক্তা ও গণশিক্ষা আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক তাজিমা হোসেন মজুমদার এবং জেলা পরিষদের সদস্য আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ। মিলনমেলায় সভাপতিত্ব করেন পত্নীতলা উপজেলা গণগবেষণা ফোরাম-এর সভাপতি শাহীনুর রহমান।

মিলনমেলায় জানানো হয় যে, 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট'-এর সহযোগিতায় গণগবেষণা কার্যক্রমের সাথে যুক্ত হয়েছেন পত্নীতলা উপজেলার ৬,২৪০ জন নারী-পুরুষ। এই গণগবেষকদের উদ্যোগে গড়ে উঠেছে মোট ১৬০টি সংগঠন। সংগঠনগুলো ইতিমধ্যে এক কোটি ৫০ লক্ষ টাকারও বেশি (মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত) সঞ্চয় করেছেন। এই সঞ্চয়ের একটি বড় অংশই তারা আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিমূলক কাজে বিনিয়োগ করেছেন। সমিতিগুলো থেকে সহজ শর্তে ঋণ দেয়া হয়, যারফলে অনেকে মহাজনী ও এনজিও ঋণের বেড়াজাল থেকে মুক্ত থাকতে পেরেছেন। এছাড়া কৃষিতে জৈব প্রযুক্তির ব্যবহার ও সৃজনশীলতার প্রয়োগ ঘটিয়ে মাটির স্বাস্থ্যরক্ষা ও প্রাণবৈচিত্র্য রক্ষায় ভূমিকা রাখছেন গণগবেষকরা।

মূলত গণগবেষণা কার্যক্রম ও গণগবেষকদের সফলতাগুলো তুলে ধরা এবং আগামী দিনের করণীয় নির্ধারণ করার লক্ষ্যেই উপরোক্ত মিলনমেলার আয়োজন করা হয়।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে হুইপ শহীদুজ্জামান সরকার এমপি বলেন, 'আমি জেনে অভিভূত হয়েছি যে, গণগবেষকরা শুধু নিজেদের অর্থনৈতিক মুক্তিই নয়, বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা যেমন বাল্যবিবাহ ও যৌতুক বন্ধেও কাজ করছেন।' তিনি ভবিষ্যতে গণগবেষকদের উদ্যোগে গৃহীত সকল সমাজ উন্নয়নমূলক কাজের থাকার কথা জানান। এসডিজি অর্জনে গণগবেষকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

ড. বদিউল আলম মজুমদার গণগবেষকদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'আপনারা হলেন বর্তমান সময়ের মুক্তিযোদ্ধা। মানুষ সচেতন ও সংগঠিত হলে যে দারিদ্র্য বিমোচন ও স্থানীয় অনেক সমস্যার সমাধান করা যায় তা আপনারা করে দেখিয়েছেন। আপনাদের আন্তরিক অভিবাদন জানাই।' দি হাঙ্গার প্রজেক্ট গণগবেষকদের সব ভালো কাজের সাথেই থাকবে বলে মন্তব্য করেন তিনি। গণগবেষণা কার্যক্রম পরিচালনায় স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং সরকারি অধিদপ্তরগুলোর সহায়তা নেয়ার পরামর্শ দেন তিনি।

সামাজিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় 'পিপিজি' সদস্যদের নানামুখী উদ্যোগ

সামাজিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় রাজশাহীতে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে 'পিস প্রেসার গ্রুপে'র (পিপিজি) সদস্যরা। এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে নিজেদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সম্প্রতি প্রতিষ্ঠায় সমাজের নানা শ্রেণি-পেশার মানুষের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এরফলে 'পিস প্রেসার গ্রুপে'র সক্ষমতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

উল্লেখ্য, 'পিপিজি কর্মসূচি'টি 'ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনাল'-এর 'স্ট্রেনদেনিং পলিটিকাল ল্যান্ডস্ক্যাপ' প্রকল্প ও 'ইউএসএআইডি'-এর সহায়তায় এবং 'স্পেড-২' প্রকল্পটি ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন ফর ইলেক্টোরাল সিস্টেম (আইএফইএস) এবং 'ডিএফআইডি'-এর সহায়তায় পরিচালিত।

নিম্নে পিপিজির সদস্যদের উদ্যোগে রাজশাহীতে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে তার একটি বিবরণ তুলে ধরা হলো:

১. রাজনৈতিক মতপার্থক্য ভুলে একসাথে বাংলা বর্ষবরণ: আড়ম্বরপূর্ণভাবে বাংলা নববর্ষ-১৪২৫ বরণ করে মহাদেবপুর, ধামইরহাট, পত্নীতলা ও সাপাহারের 'পিস প্রেসার গ্রুপে'র সদস্যরা। পান্তা-ইলিশের আয়োজন এখানে নানা শ্রেণি-পেশা এবং রাজনৈতিক মতপার্থক্যকে এক কাতারে নিয়ে আসে। মূলত বাঙালির ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতিকে ছড়িয়ে দিতে এধরনের আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি), জাতীয় পার্টি, বাসদ এবং বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উক্ত শান্তি ও সম্প্রীতি সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন।

২. পেভ মারমনি প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা: ৭-৮ মে এবং ১৪-১৫ মে ২০১৮ সাপাহার এবং ধামইরহাট উপজেলার পিস প্রেসার গ্রুপের সদস্যদের নিয়ে দুই দিনব্যাপী 'পেভ হারমোনি প্রশিক্ষক' প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে পরবর্তীতে সাতটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালাগুলোতে ইউনিয়নের পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতা, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এবং উদীয়মান তরুণ নেতাদের অংশগ্রহণ করেন এবং স্থানীয়ভাবে সম্প্রীতির বন্ধন অটুট রাখতে কর্মশালা থেকে যৌথ ঘোষণা দেয়া হয়।

৩. সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় তারুণ্যের সংলাপ: বাংলাদেশের ইতিহাসে তরুণরাই সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে অনেক সমস্যার সমাধান করেছে। দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে তরুণদের ভূমিকা এখনো প্রাসঙ্গিক। এছাড়া টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টে (এসডিজি) বলা হয়েছে– কেউ পিছিয়ে থাকবে না। তাই আমাদের সবাইকে নিয়েই এগিয়ে যেতে হবে, যেখানে প্রত্যেক মানুষ মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকবে এবং কোনো সাম্প্রদায়িক চেতনা বা জঙ্গিবাদের ধারণা আমাদের গ্রাস করতে না পারে। এই আকাঙ্ক্ষা থেকেই 'পিস প্রেসার গ্রুপ' রাজশাহী সদর, ধামইরহাট এবং গুরুদাসপুর উপজেলায় আয়োজন করে 'তারুণ্যের সংলাপ'। সংলাপগুলোতে উপস্থিত হয়ে তরুণ-তরুণীরা নিজেদের ও বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবার সুযোগ পায়।

৪. পিপিজির পুনর্মিলন ও সম্প্রীতি সমাবেশ: সংঘাত নয়, ঐক্যের বাংলাদেশ গড়তে রাজনৈতিক দল এবং বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধন সুদৃঢ়করণ, বাল্যবিবাহ ও মাদকমুক্ত উপজেলা গড়তে চারঘাট, ধামইরহাট-সহ রাজশাহীর বেশ কয়েকটি

উপজেলায় পিপিজির পুনর্মিলন ও সম্প্রীতি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এসব অনুষ্ঠান থেকে পিপিজির সদস্য, স্থানীয় উজ্জীবক, ইয়ুথ লিডার, গণগবেষক ও নারীনেত্রীদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্ঠার মাধ্যমে এলাকায় শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা ও বজায় রাখার আহক্ষান জানানো হয়।

স্বনির্ভর চারঘাট গড়ার প্রত্যয়ে সম্প্রীতি মিলনমেলা

জান্নাতুন নেছা শারমিন ও নুরে ফজিলাতুন নেছা ❑ স্বনির্ভর চারঘাট গড়ার প্রত্যয়ে রাজশাহীর চারঘাটে স্বেচ্ছাব্রতীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হলো এক সম্প্রীতি মিলনমেলা। ০৭ জুন ২০১৮, চারঘাট উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত উক্ত মিলনমেলায় অংশগ্রহণ করেন পিস প্রেসার গ্রুপ, বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক, গণগবেষণা ফোরাম, গ্রাম উন্নয়ন দল এবং সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক-এর নেতৃবৃন্দ। মিলনমেলায় প্রধান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর ও গ্লোবাল ভাইস প্রেসিডেন্ট ড. বদিউল আলম মজুমদার। সভাপতিত্ব করেন পিস অ্যাম্বাসেডর সাইফুল ইসলাম বাদশা। মিলনমেলায় বিশেষ অতিথি হিসেবে চারঘাট উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল চারঘাট শাখার সভাপতি আবু সাঈদ চাঁদ, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আশরাফুল ইসলাম, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ চারঘাট উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব ফখরুল ইসলাম, জাতীয় পার্টি চারঘাট উপজেলা শাখার সভাপতি মো. রফিকুল ইসলাম চৌধুরী এবং সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক চারঘাট উপজেলা কমিটির সভাপতি ডা. মো. রফিকুল আলম প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ড. বদিউল আলম মজুমদার বলেন, 'চারঘাটের মানুষ এক ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটিয়েছে। প্রথমবারের মত চারঘাটের সকল রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ একত্রিত হয়ে একটি আচরণবিধিতে স্বাক্ষর করেছেন। দেশের অন্যান্য স্থানে যেখানে সাংঘর্ষিক পরিস্থিতি বিদ্যমান, সেখানে এখানকার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে সম্প্রীতির পরিবেশ বিদ্যমান। সম্প্রীতির পরিবেশ সৃষ্টিতে অসাধারণ ভূমিকা রাখার জন্য আমি আপনাদের অভিবাদন জানাই।' তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আমরা প্রত্যেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা নাগরিকরা বিশেষ করে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ একত্রিত হতে পারলে খুব সহজেই মাদক এবং বাল্যবিবাহের মতো বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হবে।'

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আশরাফুল ইসলাম বাল্যবিবাহ এবং মাদকের বিরুদ্ধে প্রশাসনের 'জিরো টলারেন্স' অবস্থানের কথা তুলে ধরেন এবং এর বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

মিলনমেলায় বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ছাড়াও মতামত ব্যক্ত করেন উজ্জীবক ও গ্রাম উন্নয়ন দলের সভাপতি খোয়াজ উদ্দিন, নারীনেত্রী সুলেখা খাতুন, ইয়ুথ লিডার আব্দুল কুদ্দুস এবং ইয়ুথ লিডার মোরশেদুল ইসলাম।

'মেয়েদের জন্য নিরাপদ বিদ্যালয় ক্যাম্পেইন'
শিক্ষার্থীদের মাঝে বাড়ছে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সচেতনতা

কিশোর-কিশোরীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষা ও অধিকার নিয়ে কাজ করছে 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট'। এই সংস্থার উদ্যোগে রাজশাহী বিভাগের ৭০টি

মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং মাদরাসায় 'মেয়েদের জন্য নিরাপদ বিদ্যালয়' বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এই কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হলো কিশোর-কিশোরীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলা ও যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে তাদের সহায়তা করা, যৌন নিপীড়ন হতে নিরাপদ রাখা, অপ্রত্যাশিত গর্ভপাত বন্ধ এবং নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিতকরণ এবং বিভিন্ন ধরনের সংক্রমণ হতে কিশোর-কিশোরীদের রক্ষা করা।

গত ২৪-২৫ এপ্রিল এবং ৯-১০ মে ২০১৮, নওগাঁ জেলার পত্নীতলার আলোহা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পত্নীতলা এবং মহাদেবপুর উপজেলার ৩৮টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদরাসার সহকারী শিক্ষক এবং দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর ইউনিয়ন সমন্বয়কারীদের নিয়ে কৈশোরকালীন যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে এখানকার প্রত্যেক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন করার পরিকল্পনা নেয়া হয়।

উক্ত পরিকল্পনার অংশ হিসেবে নিরমইল ইউনিয়নের হাটশাওলী-কানুপাড়া দাখিল মাদরাসা এবং পাটুল উচ্চ বিদ্যালয়, শিহাড়া ইউনিয়নের শিহাড়া উচ্চ বিদ্যালয় এবং হলাকান্দর দাখিল মাদরাসায় 'কৈশোরকালীন যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার' বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণের পর থেকে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়গুলোতে মেয়েদের জন্য স্যানিটারি ন্যাপকিন, টয়লেটে পর্যাপ্ত পানি, সাবান, তোয়ালে ও ময়লা ফেলার ঝুঁড়ি নিশ্চিত করেছে। বিদ্যালয়ে মেয়েদের কমনরুম, শ্রেণিকক্ষ এবং খেলার মাঠের গুণগত মানোন্নয়নে শিক্ষকদের সাথে সমন্বয় সাধন করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে ইউনিয়ন পরিষদকে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের মাঠ সংস্কারের উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। নিরমইল ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদ এবং পত্নীতলা উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা নিয়মিত এসব কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও পর্যবেক্ষণ করছেন। এভাবেই 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট'-এর নিবিড় প্রচেষ্টায় এগিয়ে চলছে 'মেয়েদের জন্য নিরাপদ বিদ্যালয় ক্যাম্পেইন'।

খুলনা অঞ্চল

উন্নয়ন প্রতিনিধিদের বেতাগা ইউনিয়ন সফর ও মতবিনিময়
'উন্নয়নের উদাহরণ, বাগেরহাটের বেতাগা ইউনিয়ন'

স্থানীয় পর্যায়ে স্বেচ্ছাব্রতীদের কার্যক্রম ও ভূমিকা তুলে ধরার উদ্দেশ্যে বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট উপজেলার বেতাগা ইউনিয়নে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯ মে, ২০১৮, বেতাগা ইউনাইটেড মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সভাকক্ষে উক্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের যুগ্মসচিব মো. মোকাম্মেল হোসেন, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর গ্লোবাল ভাইস প্রেসিডেন্ট ও কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. বদিউল আলম মজুমদার, এনজিও ব্যুরো বাংলাদেশ-এর পরিচালক গোকুল কৃষ্ণ ঘোষ, ফকিরহাট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) প্রিয়াঙ্কা

পাল, ইউএন উইমেন-এর প্রোগ্রাম স্পেশালিষ্ট পলাশ কান্তি দাশ এবং ইউএন কো-অরডিনেশন অফিসার প্রধান রুমানা খান প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে বিগত ১২ বছর ধরে ইউনিয়ন পরিষদ, স্বেচ্ছাব্রতী ও দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর কারিগরি সহায়তায় বেতাগা ইউনিয়নে জনগণের জীবনমানের যে রূপান্তর ঘটেছে তা তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন বেতাগা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান স্বপন দাশ। স্বপন দাশ বলেন, 'বেতাগা ইউনিয়নে ইউপির স্থায়ী কমিটিকে সক্রিয় করা হয়েছে, ওয়ার্ডসভায় ব্যাপক জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে দরিদ্র তথা সকল শ্রেণি ও পেশার মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে, যা দারিদ্র্য বিমোচনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। এছাড়া সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী চর্চার মাধ্যমে ইউপির স্থায়ী কমিটির পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষা খাত, গ্রামীণ স্বাস্থ্যসেবা খাত, কৃষির উন্নয়ন, প্রাণিসম্পদের বিকাশ, অংশগ্রহণমুলক সামাজিক বনায়ন সৃষ্টি, বাসা বাড়ির শতভাগ কর আদায়, শতভাগ বিদ্যুতের সুবিধা প্রদান, উন্নত স্যানিটেশন, সুপেয় পানি ব্যবস্থাপনা ও সৌরশক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে। জনগণের অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা হয়েছে ইউনিয়ন পরিষদের সকল কাজে।'

মো. মোকাম্মেল হোসেন তাঁর বক্তব্যে এসডিজি অর্জনের ক্ষেত্রে বেতাগা ইউনিয়ন পরিষদ একটি সফল উদাহরণ বলে উল্লেখ করেন।

ড. বদিউল আলম মজুমদার বলেন, 'আমরা দীর্ঘদিন ধরে স্বপ্ন দেখেছি এমন একটি ইউনিয়নের, যেখানে ইউনিয়ন পরিষদ শক্তিশালী ও কার্যকর হবে এবং একদল সংগঠিত নাগরিক ইউনিয়নের পরিষদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে এবং সামাজিক কুসংস্কার রোধে ভূমিকা রাখবে। আমাদের সেই স্বপ্ন পূরণ করেছে বেতাগা ইউনিয়ন পরিষদ।'

মতবিনিময় সভা শেষে আমন্ত্রিত অতিথিগণ বেতাগা আদর্শ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে ইউনিয়ন পরিষদের অর্থায়নে নির্মিত বিদ্যালয় ভবন পরিদর্শন করেন এবং উক্ত বিদ্যালয়েরর সভাকক্ষে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর একদল স্বেচ্ছাব্রতীদের সাথে মিলিত হয়ে তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হন। পরে প্রতিনিধি দলটি 'অর্গানিক বেতাগা' সামাজিক বনায়ন ও কৃষি ক্ষেত পরিদর্শন করেন।

'কন্যাশিশুদের জন্য নিরাপদ বিদ্যালয় ক্যাম্পেইন': শিক্ষার্থীদের কিছু ব্যতিক্রমী উদ্যোগ

সাধন দাশ ❑ বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট উপজেলার বেতাগা ইউনিয়নের বি.কে. শেখ আলী আহম্মদ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ইয়ুথ ইউনিটের সদস্যরা বিদ্যালয়ের মাঠের পাশে প্রায় দুই কাঠা জমিতে শীতকালীন সবজি চাষ করেছে। ইয়ুথ ইউনিটের সদস্যরা প্রত্যেকে ৫০ টাকা করে উত্তোলন করে কিছু সবজির বীজ ও চারা কিনে এই সবজি চাষ শুরু করে। জমিতে তারা লাল শাক, সাদা শাক, বেগুন, টমেটো, কাঁচা মরিচ-সহ প্রায় আট প্রকার সবজির চাষ করেছে। শিক্ষার্থীরা প্রতিদিন টিফিনের সময় ১৫ মিনিট করে এই সবজি বাগানের পরিচর্যা করে। এছাড়া ইয়ুথ ইউনিটের সদস্যরা বিদ্যালয়ের সাত কাঠা জমির পুকুরে মাছ চাষ করছে। তারা প্রাথমিকভাবে সকল শিক্ষার্থীদের নিয়ে একটি তহবিল গঠন করে এবং এরপর তারা মাছ চাষ শুরু করে। মাছ চাষ করে প্রতিবছর প্রায় ২০ হাজার টাকা উপার্জন হবে বলে আশাবাদী ইয়ুথ ইউনিটের সদস্যরা।

ময়মনসিংহ অঞ্চল

'মেয়েদের জন্য জন্য নিরাপদ বিদ্যালয় ক্যাম্পেইন'
নিকরাইল ইউনিয়নে অনুষ্ঠিত হলো মতবিনিময় সভা

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উদ্যোগে পরিচালিত 'মেয়েদের জন্য নিরাপদ বিদ্যালয় ক্যাম্পেইন' পরিচালনা বিষয়ে মতবিনিময়ের লক্ষ্যে টাঙ্গাইল জেলাধীন ভূঞাপুর উপজেলার নিকরাইল ইউনিয়নে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৮ জুন ২০১৮, ইউনিয়ন পরিষদ ভবনে উক্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপরোক্ত ক্যাম্পেইন কার্যক্রমের আওতাভুক্ত তিনটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও একটি দাখিল মাদরাসার প্রধান শিক্ষক/সুপার, সহায়ক শিক্ষক, জনপ্রতিনিধি, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, সরকারি দফতরসমূহের কর্মকর্তা (সমাজসেবা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা), ইয়ুথ ইউনিটের সদস্য ও স্থানীয় এনজিও প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় ইয়ুথ সদস্যরা 'মেয়েদের জন্য নিরাপদ বিদ্যালয় ক্যাম্পেইন' থেকে প্রাপ্ত সুবিধাসমূহ, বিশেষ করে বয়ঃসন্ধিকালীন প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতাসমূহ তুলে ধরে। বাল্যবিবাহ বন্ধে স্কুল ও কমিউনিটিভিত্তিক ইউনিট গঠনের ও কমিটির বিভিন্ন কার্যাবলীর প্রশংসা করেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধিবৃন্দ। তারা 'মেয়েদের জন্য নিরাপদ বিদ্যালয় ক্যাম্পেইন' পরিচালনায় সকল ধরনের সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন এবং নিকরাইল ইউনিয়নকে বাল্যবিবাহ মুক্ত রাখার অঙ্গীকার করেন। অনুষ্ঠানে 'মেয়েদের জন্য নিরাপদ বিদ্যালয় ক্যাম্পেইন' এর উদ্যোগে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের বিবরণ তুলে ধরেন খায়রুল বাশার।

গ্রাম উন্নয়ন দলের (ভিডিটি) আয়োজনে
চর নিলক্ষিয়া ইউনিয়নে গবাদি পশুপালন প্রশিক্ষণ

সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে সক্রিয় রয়েছে ময়মনসিংহ সদর উপজেলার চর নিলক্ষিয়া ইউনিয়নের রঘুরামপুর গ্রামের গ্রাম উন্নয়ন দল (ভিডিটি)। ১১-১৩ জুলাই ২০১৮, গ্রাম উন্নয়ন দলের আয়োজনে ও 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট'-এর সহযোগিতায় ২৬ জন নারী-পুরুষকে নিয়ে গবাদি পশু পালন বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণটি পরিচালনা করেন উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা মলয় কান্তি। তিনি গবাদি পশু কীভাবে পালন করা যায়, সুষ্ঠু ও ভালো জাতের গবাদি পশু চেনার উপায়, সহজেই গরু-ছাগল মোটাতাজাকরণের উপায়, গবাদি পশুর রোগ চিহ্নিতকরণ এবং কোন রোগের কোন চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া ব্যবস্থাপনা ক্লাসের মাধ্যমে গবাদি পশুকে হাতে তৈরি খাবার পরিবেশনের কৌশল শেখানো হয়।

আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের লক্ষ্যে
নারীনেত্রী শাহানার উদ্যোগে সমিতি গঠন

আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের লক্ষ্যে স্থানীয় নারীদের নিয়ে একটি সমবায় সমিতি গঠন গঠন করলেন নারীনেত্রী শাহানা বেগম। তিনি নেত্রকোনা সদর উপজেলার সিংহের বাংলা ইউনিয়নের বাসিন্দা। তিনি ২০১৫ সালে 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট'-এর উদ্যোগে পরিচালিত 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক বুনিয়াদি

প্রশিক্ষণে (১৬২তম ব্যাচ) অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে তিনি নিজের মধ্যে এক ধরনের আত্মশক্তি উপলব্ধি করেন। তিনি অনুধাবন করেন, শুধু আত্মোন্নয়ন কিংবা ঘর-সংসার নিয়েই নারীর জীবন নয়। সামাজিক জীব হিসেবে সমাজের পিছিয়ে পড়া নারীদের উন্নয়নের জন্য সাধ্যমত কাজ করা প্রয়োজন। এমন অনুধাবন থেকে শাহানা বেগম তার নিজ গ্রামে ফরিদপুরে একটি সমিতি গড়ে তোলেন, যে কমিটিতে তাকে কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব দেয়া হয়। সমিতির ২৫ জন সদস্য প্রতিমাসে ২০০ টাকা করে সঞ্চয় করেন। বর্তমানে এই সমিতির সঞ্চয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২০ হাজার টাকা। ভবিষ্যতে আত্মকর্মসংস্থানের তৈরির লক্ষ্যে এ সমিতি থেকে সহজ শর্তে সদস্যদের ঋণ দেয়ার পরিকল্পনা নিয়েছেন শাহানা বেগম।

সফলতার গল্প

উজ্জীবক প্রশিক্ষণের অনুপ্রেরণায় শাহ আলম এখন স্বাবলম্বী

একটি প্রশিক্ষণ বদলে দিয়েছে মোঃ শাহ আলম-এর জীবন। বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে তিনি এখন অনেকটাই স্বাবলম্বী। পাশাপাশি যুক্ত রয়েছেন নানা সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে। ময়মনসিংহ সদর উপজেলার খাগডহর ইউনিয়নের হাসিবাসি গ্রামের বাসিন্দা শাহ আলম। তিনি ২০০৬ সালে মুক্তাগাছা হাজী কাসেম আলী কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করেন। তারপর বিএ-তে ভর্তি হলেও মাঝপথে লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেয়াতেই কেটে যাচ্ছিল তার অলস সময়গুলো। ২০১০ সালে তিনি 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট'-এর উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশ নেন। প্রশিক্ষণে অংশ নিয়ে তিনি নিজের ভেতরকার প্রাণশক্তি নতুন করে অনুভব করেন এবং আত্মনির্ভরশীলতার গুরুত্ব অনুভব করেন। প্রশিক্ষণের পর বেকারত্বের অবসান ঘটিয়ে কীভাবে নিজেকে স্বাবলম্বী করে তোলা যায় সে চিন্তা করতে থাকেন। এ লক্ষ্যে তিনি কম্পিউটারের ওপর একটি বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে অংশ নেন। ২০১৪ সালে ময়মনসিংহ শহরের রহমতপুর মোড়ে কম্পিউটারের একটি দোকান দেন। শুরু করেন কম্পিউটার কম্পোজ, ছবি সম্পাদনা ও ইন্টারনেটে চাকরির আবেদন পূরণের কাজ। দিনে দিনে তার ব্যবসার প্রসার ঘটে। বর্তমানে তার দোকানে দুটি কম্পিউটার, স্ক্যান মেশিন, ফটোকপি ও স্টুডিও রয়েছে। তার ছোট ভাই দোকান পরিচালনায় তাকে সহায়তা করে। দোকান থেকে প্রতিমাসে গড়ে ৩৫ হাজার টাকা আয় হয় বলে জানান শাহ আলম। দোকানে স্বল্প খরচে অন্যদের কম্পিউটারও শেখান তিনি। দোকান পরিচালনার পাশাপাশি নিজেদের পুকুরে মৎস্য চাষও করেন শাহ আলম। মাছ চাষ করে বছরে প্রায় ৪০ হাজার টাকা আয় হয় বলে জানান শাহ আলম।

একজন উজ্জীবক হিসেবে সমাজ উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কাজের সাথেও যুক্ত রয়েছেন শাহ আলম। গঠন করেছেন মাদক নির্মূল কমিটি, যেখানে তিনি সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়াও নিজ এলাকাকে করেছেন বাল্যবিবাহ ও ইভটিজিংমুক্ত। শাহ আলম অন্যান্য স্বেচ্ছাব্রতীদের প্রচেষ্টায় এলাকার শতভাগ শিশু যেন টিকা পায় এবং শিশুদের প্রায় সকলেই যেন বিদ্যালয়ে যায় তা নিশ্চিত করছেন।

শাহ আলম নিজ এলাকায় একটি সেলাই প্রশিক্ষণের আয়োজন করেন। উক্ত প্রশিক্ষণ থেকে থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে স্বাবলম্বী হয়েছেন তার এলাকার পিংকি আক্তার, সুমাইয়া এবং তাসলিমা-সহ ছয়জন নারী। মোবাইল সার্ভিসিং-এর প্রশিক্ষণ নিতে সহায়তা করেছেন শরিফ আহমেদ-কে, যিনি এখন খাগডহর বাজারে মোবাইল সার্ভিসিং করে মাসে আয় করছেন প্রায় ১৫ হাজার টাকা।

কুমিল্লা অঞ্চল

সফলতার গল্প

সামাজিক সমস্যা দূরীকরণে উজ্জীবক আলেয়া আক্তার-এর সফলতা

বাল্যবিবাহ-সহ সামাজিক নানা অভিশাপ থেকে নিজ গ্রামকে মুক্ত করতে

নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন উজ্জীবক আলেয়া আক্তার। আলেয়া কুমিল্লা জেলার মনোহরগঞ্জ উপজেলার ঝলম উত্তর ইউনিয়নের প্রতাপপুর গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ২০১৪ সালে 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট'-এর পরিচালনায় উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণটি তার জানার পরিধি বাড়িয়ে দেয় এবং তার আত্মশক্তি বৃদ্ধি করে। প্রশিক্ষণ থেকে একরাশ উজ্জীবনী শক্তি নিয়ে আলেয়া বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা দূরীকরণে কাজ শুরু করেন।

২০১৭ সালের এপ্রিল মাসে তিনি নবগঠিত গ্রাম উন্নয়ন টিমের সভাপতি মনোনীত হন। এরপর থেকে তার কাজের স্পৃহা বহুগুণে বেড়ে যায়। তিনি গ্রাম উন্নয়ন কমিটির মাধ্যমে গ্রামের প্রধান তিনটি সমস্যা – বাল্যবিবাহ, ইভটিজিং এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিযোগ্য শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি না হওয়া – সমাধানে গ্রামের অন্যান্য মানুষদের সংগঠিত করে তুলছেন এবং প্রচারাভিযান, সভা ও উঠান বৈঠক পরিচালনা করছেন। এসব কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে আলেয়া আক্তার তার গ্রামের এই তিনটি সমস্যা সমাধানে অনেকটাই সফল হয়েছেন। প্রতাপপুর গ্রামে এখন আর বাল্যবিবাহ হয় না, রাস্তার মোড়ে বখাটে ছেলেরা আর কিশোরী শিক্ষার্থীদের উৎপাত ও বিরক্ত করে না এবং প্রায় সকল শিশুই নিয়মিত বিদ্যালয়ে যায়।

সফলতার গল্প

গাভি পালনে ঝর্ণা আক্তার-এর দিনবদল

দুই ছেলে আর ছয় মেয়েকে নিয়ে পরিবারের বোঝা টানতে হিমশিম খেতে হচ্ছিল নারীনেত্রী ঝর্ণা আক্তারকে। স্বামীর স্বল্প আয়ে কোনোভাবেই পরিবারের খরচের বোঝা সামাল দিতে পারছিলেন না তিনি। এমতাবস্থায় তিনি 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট'-এর পরিচালনায় 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে (১৯৫তম ব্যাচ) অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে অংশ নিয়ে ঝর্ণা আক্তার সমাজে নারীর অবস্থা ও অবস্থান এবং স্বাবলম্বী হওয়ার গুরুত্ব অনুধাবন করেন।

২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কার্যালয়ের পরিচালনায় 'গাভি লালন-পালন বিষয়ক' একটি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন তিনি। প্রশিক্ষণটিতে অংশ নেয়ার ক্ষেত্রে তাকে সহায়তা করেন 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট'-এর আঞ্চলিক কার্যালয়। প্রশিক্ষণ শেষে নিজের সামান্য সঞ্চয় ও আত্মীয়দের কাছ থেকে ধার করা টাকায় একটি গাভি ক্রয় করেন। যথাযথ পরিচর্যা ও যত্নে তার এ গাভিটি দ্রুতই একটি বকনা বাছুর প্রসব করে এবং গাভিটি প্রতিদিন প্রায় ৩ লিটার করে দুধ দিতে থাকে। গাভির দুধ বিক্রয় করে তিনি পারিবারিক ব্যয়ের কিছুটা মেটাতে সক্ষম হন। ক্রমেই তার গোয়ালে গরুর সংখ্যা বাড়তে থাকে। বর্তমানে ঝর্ণা আক্তারের গোয়ালে ছয়টি গাভি রয়েছে। গাভির দুধ বিক্রি করে প্রতিমাসে তার আয় হয় প্রায় নয় হাজার টাকা। কুমিল্লা জেলার লাকসাম উপজেলার এই নারীনেত্রী এখন আর অসহায় নন, তার পরিবারে ঘুচেছে দরিদ্রতার অভিশাপ, হয়েছে দিনবদল।

ঝিনাইদহ অঞ্চল

সফলতার গল্প

তৃণমূলের অদম্য নারী মেরিনা খাতুন

মো. ইকবাল হোসেন ❑ বাবা দিনমজুর, তাই মেরিনা খাতুনের বেড়ে ওঠাটা শুরু হয় অভাব-অনটনের মধ্য দিয়ে। কৈশোরের গণ্ডি পার হতে না হতেই বাল্যবিবাহের শিকার হন নবম শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগের এই ছাত্রী। কিন্তু পারিবারিক নির্যাতন ও যৌতুকের চাপের কারণে মাত্র দু মাসেই সব আশা-

ভরসাকে মাটিচাপা দিয়ে স্বামীর ঘর ত্যাগ করতে বাধ্য হন মেরিনা। লেখাপড়া করে বড় হওয়ার স্বপ্ন তখনও শেষ হয়ে যায়নি, তাই নতুন করে আবার লেখাপড়া শুরু করেন তিনি। মেরিনার এমন অদম্য মনোভাব ও প্রতিভা দেখে 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট'-এর ইউনিয়ন সমন্বয়কারী জুয়েল রানা তাকে 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। তার আমন্ত্রণে উক্ত প্রশিক্ষণে (১৭১তম ব্যাচ) অংশ নেন মেরিনা। প্রশিক্ষণ থেকে একরাশ নতুন উদ্দীপনা নিয়ে শুরু হয় তার নতুন জীবন।

মেরিনা বর্তমানে উঠান বৈঠক ও প্রচারাভিযানের মাধ্যমে বাল্যবিবাহ, যৌতুক ও শিশুশ্রম বন্ধ, নারী নির্যাতন, মাদক ও গর্ভবতী প্রসূতি মায়ের সেবা নিশ্চিতকরণ-সহ নানা বিষয়ে এলাকার মানুষকে সচেতন করে তুলছেন। আত্মকর্মসংস্থান তৈরির উদ্দেশ্যে তিনি এলাকার ২০ জন নারী-পুরুষকে নিয়ে গঠন করেন 'করমদি পাড়া নামক সঞ্চয় সমিতি'। সমাজ উন্নয়নে বিশেষ করে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর কারণে মেরিনা এলাকার সবার কাছে হয়ে উঠেছেন একজন আলোকিত নারী। মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের করমদি গ্রামের মোছা. মেরিনা খাতুন বর্তমানে নার্সিংয়ে (তৃতীয় বর্ষ) লেখাপড়া করছেন। তার ইচ্ছা, উচ্চশিক্ষা অর্জন করা এবং সাধ্যমত মানুষের কল্যাণে, বিশেষ করে অববেলিত নারীদের কল্যাণে কাজ করে যাওয়া।

সফলতার গল্প

রাবেয়া সুলতানা এখন স্বাবলম্বী

একটা সময় অভাব-অনটনের কারণে দুঃখ-কষ্টেই জীবন কাটছিল রাবেয়া সুলতানার। কিন্তু দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ও পরিশ্রমকে কাজে লাগিয়ে তিনি এখন স্বাবলম্বী। রাবেয়ার জীবনে এই পরিবর্তনের পেছনে ভূমিকা রাখে 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট'-এর 'উজ্জীবক' প্রশিক্ষণ (১৫৭৭তম ব্যাচ) ও 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ (৯৪তম ব্যাচ)। প্রশিক্ষণ দুটি তার সামনে সমাজে নারীর অবস্থা ও অবস্থানের চিত্র তুলে ধরে এবং তাকে আত্মনির্ভরশীল হতে উৎসাহ যোগায়। একরাশ আত্মবিশ্বাস নিয়ে প্রশিক্ষণ থেকে বাড়িতে ফিরেন রাবেয়া সুলতানা। প্রশিক্ষণের পর একটি কর্মসংস্থান তৈরির উপায় খুঁজতে থাকেন তিনি। এরপর রাবেয়া 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট'-এর সহযোগিতায় আয়োজিত একমাসব্যাপী দর্জি বিজ্ঞান বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত প্রশিক্ষণ থেকে জ্ঞানকে কাজে লাগানোর প্রত্যয়ে স্বামীর সহয়োগিতায় ৪ হাজার ৫০০ টাকা ঋণ নিয়ে একটি সেলায় মেশিন ক্রয় করেন তিনি। বর্তমানে সেলাইয়ের কাজ করে রাবেয়া প্রতিমাসে গড়ে ৫ হাজার টাকা আয় করেন।

নিজেকে আত্মনির্ভরশীল করে তোলার পাশাপাশি বিভিন্ন সমাজ সচেতনতামূলক কাজের সাথেও যুক্ত রয়েছেন রাবেয়া সুলতানা। রাজবাড়ী জেলার কালুখালী উপজেলার মৃগী ইউনিয়নের হোগলাডাঙ্গী গ্রামের এই উজ্জীবক ও নারীনেত্রী মনে করেন, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর প্রশিক্ষণ থেকে প্রাপ্ত 'আত্মশক্তিতে বলীয়ান ব্যক্তি কখনো দরিদ্র থাকতে পারে না'– এই স্লোগানটি তাকে প্রতিনিয়তই অনুপ্রেরণা যোগায়।

রংপুর অঞ্চল

জনদুর্ভোগ লাঘবে উজ্জীবক ও স্বেচ্ছাব্রতীদের উদ্যোগে পানি নিষ্কাষন ড্রেন তৈরি

লুৎফর রহমান ❑ জনসাধারণের দুর্ভোগ লাঘবের জন্য নিজ এলাকায় পানি নিষ্কাষণ ড্রেন তৈরি করেছেন রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলার কাবিলপুর ইউনিয়নের বেতকাপা গ্রামের উজ্জীবক ও স্বেচ্ছাব্রতীরা। তারা লক্ষ করেন যে, সাধারণত বর্ষাকালে বেতকাপার এই এলাকার অবস্থা হয়ে ওঠে শোচনীয়। পানি নিষ্কাষণের পর্যাপ্ত সুবিধা না থাকায় রাস্তায় এক হাঁটু পানি জমে যায়। এরপর পানি একটু কমলে কাদা ও পানির জন্য চলাফেরা করা একদমই অসম্ভব হয়ে পড়ে। এলাকার প্রত্যেকের মনেই ক্ষোভ– রাস্তার অবস্থা ভালো না, রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করা যায় না ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু কখনোই কেউ এখানে ড্রেন তৈরির কথা চিন্তা করেনি। সবাই শুধু দোষারোপ করে গেছে অদৃষ্ট কর্তৃপক্ষকে।

অবশেষে বিষয়টির সমাধানে এগিয়ে আসেন ইউপি সদস্য ও উজ্জীবক মো. রফিক মিয়া ও নারীনেত্রী মোছা. ফরিদা বেগম। তাদের উদ্যোগে ২৮ জুলাই ২০১৮ তারিখে গ্রাম উন্নয়ন দলের (ভিডিটি) সকল সদস্য ও ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যরা একত্রিত হয়ে গ্রামের লোকজনদের সাথে নিয়ে রাস্তার পাশে ইউড্রেন খনন ও সংস্কার কাজ শুরু করেন। অবশেষে ড্রেনটি তৈরি হওয়ার কারণে দীর্ঘদিনের একটি সংকটের অবসান হয়।

ইয়ুথ ইউনিটের সদস্যদের প্রচেষ্টায় বন্ধ হলো শান্তনা আক্তারের বাল্যবিবাহ

লুৎফর রহমান ❑ বাল্যবিবাহ বন্ধে সক্রিয় রয়েছে লালদীঘি গার্লস একাডেমির ইয়ুথ ইউনিট। গত ০৮ জুলাই ২০১৮ তারিখে সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী মোছা. শান্তনা আক্তার-এর বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে সক্ষম হয় তারা। শান্তনা আক্তার রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলার কাবিলপুর ইউনিয়নের বাবা মো. ছবদেল মিয়া এবং মা মঞ্জু বেগম-এর দ্বিতীয় সন্তান।

ইয়ুথ ইউনিটের সদস্য সেতু আক্তার-এর মাধ্যমে ইয়ুথ ইউনিটের অন্যান্য সদস্যরা জানতে পারে যে, ধাপেরহাট ইউনিয়নের নোংলাপাড়ার বাসিন্দা আবু ছালেক-এর সঙ্গে তাদেরই বিদ্যালয়ের ছাত্রী শান্তনার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। তারা তাৎক্ষণিকভাবে সিদ্ধান্ত নেয় এ বাল্যবিয়ে বন্ধ করার। ইয়ুথ ইউনিটের সদস্যরা প্রথমে স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাছে পরামর্শ চায়। তারপর সবাই মিলে শান্তনার বাড়ি গিয়ে শান্তনার বাবা ছবদেল মিয়ার সাথে দেখা করে। তারা বাল্যবিয়ের কুফল তুলে ধরে তাকে বোঝানোর সবরকম চেষ্টা করে এবং এ বাল্যবিয়ে বন্ধ করার অনুরোধ জানায়। কিন্তু ছবদেল মিয়া তার মেয়েকে বিয়ে দেয়ার ব্যাপারে তার সিদ্ধান্তে অটল থাকেন।

তখন ইয়ুথ ইউনিটের সদস্যরা বিষয়টি প্রধান শিক্ষককে জানায়। প্রধান শিক্ষক বিষয়টি নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের সাথে যোগাযোগ করেন। পরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার হস্তক্ষেপে শান্তনার বাল্যবিয়ে বন্ধ হয়। শান্তনা আক্তার বর্তমানে নিয়মিত বিদ্যালয়ে যাচ্ছে।